কবিতার অন্যকোনখানে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

প্রজন্ম ৪৫ ঃ চৈরিল আনোয়ার

ইন্দোনেশীয়ার ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের ইতিহাসের মিল প্রতি পাঁচ পংক্তি অন্তর।

চৈরিল আনোয়ার (১৯২২-১৯৪৯)

চৈরিল আনোয়ার পূর্ব সুমাত্রার মেদানে জন্মগ্রহণ করেন ১৯২২ সালে। জন্মপরিচয় ঘোলাটে। বালক অবস্থায় জাকার্তায় তাঁর পরিবার এসে পৌঁছয় ভাগ্যসন্ধানে। ইস্কুলে পড়ার সময় ডাচ ভাষাশিক্ষা শুরু। চৈরিলের কবিতা লেখা শুরু অতি অল্প বয়সে। লিখতেন 'বাহাসা' ভাষায়। বাহাসা তখনো সম্পূর্ণ ভাষার সম্মান পায়নি। একটি উপভাষা হিসেবেই তাকে দেখা হত। ১৯২৮-এ সেই স্বীকৃতি আসে। আঞ্চলিক, অস্বীকৃত , অপরিণত একটি ভাষা তবু তরুণ চৈরিলের প্রকাশাগ্নিকে থামিয়ে রাখেনি, তাকে চূড়ান্তভাবে ধারণ করতে পেরেছিল। আর পরিবর্তে চৈরিলও বাহাসা ভাষাকে দিতে পেরেছিলেন বিহঙ্গমাত্রা। কবিতাই তাঁর পেশা। ইস্কুল-কলেজে বেশিদিন না থাকলেও চৈরিল ব্যক্তিগত পড়াশোনায় নিরলস। ডাচ ছাড়াও ইংরেজি, স্পেনীয়, জর্মণ ও ফরাসী ভাষা শিখেছেন। পড়ে ফেলেছেন ইউরোপের অনেক কবিকে। বিশেষত রাইনার মারিয়া রিলকে, লোরকা, টি এস এলিয়ট, এমিলি ডিকিন্সন তাঁর ভালোলাগে। ডাচ কবিদের মধ্যে এইচ মার্সম্যান (H. Marsman) দু-পেরন (Du Perron) ও জে জে স্লাওয়াহফ (J.J. Slauerhoff)।

চৈরিল অতি অল্প বয়স থেকেই নিজের জীবন সম্বন্ধে উদাসীন, অযত্নবান ও খামখেয়ালী। প্রথম জীবনের বহু কবিতা তিনি নিজেই ধ্বংস করে ফেলেন। তবুও জাকার্তার উত্তপ্ত রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পরিবেশের মধ্যে বাইশ বছরের তরুণ চৈরিল আনোয়ার দ্রুত প্রভাব বিস্তার করেন। সাহিত্যে ও রাজনীতিতে। ১৯৪৭ এ জাকার্তায় নতুন প্রজন্মের কবি/লেখকদের প্রতিনিধিত্ব করতে প্রকাশ পায় 'সিয়াসত' পত্রিকা। চৈরিল সম্পাদককের একজন। সিয়াসতকে ঘিরে থাকা এই কবি লেখকদেরই বলা হয় 'অঙ্গকাতান ৪৫' বা 'প্রজন্ম ৪৫'। ৪২ সালে জাপানী আগ্রাসনের পর থেকে পরের ৩ বছর জাকার্তা তথা ইন্দোনেশিয়ার জনজীবন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। একদিকে দীর্ঘদিনের ডাচ ঔপনিবেশিকতা থেকে বেরিয়ে এসে একটি নতুন দেশ ও সমাজচেতনার জন্ম হচ্ছে যেমন, অন্যদিকে জাপানী রাজনীতির অনুপ্রবেশ নিয়েও নানা চোরাস্রোত মানুষের মনে। পাশাপাশি যুগের হাওয়ায় কম্যুনিজম মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সাহিত্যের ভূমিকা বদলে গেছে। ছোটো ছোটো দলে সাহিত্য ও রাজনীতি সচেতন মানুষ, লেখক-কবি-শিল্পী ও রাজনৈতিক কর্মীরা গোপনে মেলামেশা করছেন। কিছুদিনের মধ্যে এই নতুন সাহিত্য বে-আইনি ঘোষিত হয়। প্রজন্ম ৪৫-কে চলে যেতে হয় অজ্ঞাতবাসে। আড়াল থেকে কাগজ বের হয়। কাগজ গোপনে প্রচার হয়ে যায়। বিক্রি হয়ে যায়।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

যুদ্ধ-পূর্ববর্তী ইন্দোনেশীয় কবিতাপ্রজন্মকে বলা হয় - 'পদ্‌জাঙ্গা বরু' প্রজন্ম। এক ইন্দোনেশীয় সমালোচক লেখেন - 'এঁদের প্রজন্মে একটা নতুন জাতীয়তাবোধের জন্ম হলেও, এঁদের বাস্তব দেখাটা ছিল চোখে গোলাপজল ঢেলে দেখা, যুদ্ধপরবর্তী প্রজন্ম ৪৫-এর কবিরা ভাষার বাগাড়ম্বর, অলঙ্কার ছেড়ে দিয়ে চোখা ও আক্রমনাত্মক হয়ে উঠছিল।' ঔপনিবেশিক সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার সাথে সাথে সাহিত্যের সংস্কার ও ভেঙে পড়তে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, চৈরিলের আগুনে কবিপ্রতিভা, তাঁর কবিতার অসংস্কৃত ভাষা, তাঁর আত্মবিধ্বংসী ও অসামাজিক জীবন এমন এক কবিতার জন্ম দিতে থাকে যার মুক্তবায়ুর সঙ্গে ইন্দোনেশীয়ার সাহিত্যের পরিচয় ছিলো না কখনো। তরুণ চৈরিলকে ঘিরে দ্রুত গড়ে ওঠে একদল উজ্জ্বল, স্বাধীনতাকামী, প্রতিভাবান কবি।

একবার নিজের কবিতা প্রসঙ্গে চৈরিল বলেছিলেন - 'শিল্পে, জীবনীশক্তি হল ঐ বিশৃঙ্খল প্রাথমিক অবস্থাটা ; আর সৌন্দর্য হল তার ঐ মহাজাগতিক পরিণতি'। বন্ধুরা তাঁকে ঘিরে থাকলেও ব্যক্তিগত জীবনে চৈরিল অসম্ভব কানুনহীন, অসামাজিক, মদখোর, অতিরিক্ত ধূমপায়ী, রাঁঢ়াসক্ত। দিনের পর দিন বেশ্যালয়ে দিন কেটে যায় তাঁর। ১৯৪৯-এর মার্চ মাসে যখন জাকার্তার এক হাসপাতালে তিনি খুব অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি হলেন, দেখা গেলে টাইফয়েড ও যক্ষ্মার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সিফিলিস হয়েছে। বাঁচার এক ছিলিম আশাও আর নেই। ২৮শে মার্চ দুপুরের দিকে চৈরিল আনোয়ার মারা যান।

জীবিত অবস্থায় যে কবির একটিও কবিতার বই প্রকাশিত হয়নি, মারা যাবার পর তাঁর খ্যাতি শীর্ষে পৌঁছয়। এক দশকের চেয়েও ছোটো সাহিত্য জীবনে চৈরিল আনোয়ারের বড় জোর ৭০/৭২ টি কবিতা প্রকাশিত হয়। সমস্তই সাময়িক পত্রে। মৃত্যুর পর প্রজন্ম ৪৫-এর বন্ধুকবিদের সহায়তায় তাঁর বই বেরোতে শুরু করে। গোটা ১৯৪৯ - ১৯৫১ -র মধ্যে তাঁর তিনটি মরণোত্তর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। 'ধুলোয় মেশা শব্দ' প্রকাশ পায় ১৯৪৯-এ। পরের বছর 'তীক্ষ্ণ সুরকি ও অত্যাচারিত ও ভঙ্গুর'। শেষ বই অন্য দুই কবির সঙ্গে 'তকদিরের বিরুদ্ধে আমরা তিনজন ' (১৯৫১)। চৈরিলের কবিতার ভাষায় একটা অশিক্ষিত তীব্র আবেগ ছিল, ছিল অভিমান, অসংস্কৃত অলংকার। মাঝে মাঝে একটা বীভৎস রসও উঁকি দিয়ে যেত তাঁর কবিতায়। কখনো ওপচানো আবেগপ্রবণতা। কিন্তু ভাষার এই গুণগুলি সেই উত্তাল, স্বাধীনতাকামী সময়ে হয়ে দাঁড়িয়েছিল খোলা হাওয়ার সমার্থক। ইন্দোনেশীয় সাহিত্যে এনে দিতে পেরেছিল একটা তেজালো, মুক্তকন্ঠ আবহাওয়া। 'বাহাসা' ভাষা যে শেষ পর্যন্ত একটি আধুনিক ইন্দোনেশীয় ও আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় এর কৃতিত্ব অনেকটাই চৈরিল আনোয়ারের। 'আকু' (আমি) কবিতাটি গত শতকে ইন্দোনেশীয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় কবিতা বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। যন্ত্রণার আগ্রাসনের মধ্যেও চৈরিল যেভাবে বলে ওঠেন - আমার সব ক্ষত সব যন্ত্রণাকে নিয়েও আমি এগিয়ে যাই /আক্রমণ, /আক্রমণ, /যতক্ষণ না কষ্টগুলো উবে যাচ্ছে//আর আমার কিছুতেই কিছু আসে যাচ্ছে না// আমি হাজার বছর বাঁচতে চাই - ওঁর কবিতার একটা মৈলিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ পায় যেখানে একদিকে আত্মধ্বংস অন্যদিকে বেঁচে ওঠার জন্য ককিয়ে ওঠা।

যদিও প্রজন্ম ৪৫-এর কবিবন্ধুদের অদৃশ্য নেতা তিনি, সগোত্রের কবিদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে, কাগজ সম্পাদনা করছেন, তবু সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত , আত্মধ্বংসী এ একাকী একটি সত্ত্বা চৈরিলকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। কাগজে কলম গুঁজে বসার ব্যাপারটা ছাড়া তাঁর সারাদিনের কাজে এক চিলতেও নিয়ম নেই কোথাও। বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু উপার্জন সবই প্রায় সাহিত্য থেকেই। মদ, মাদক ও বেশ্যাদের পেছনেই তার সিংহভাগ খরচ হয়ে যায়। শেষের দু বছর মৃত্যুর আঁচ পাচ্ছিলেন প্রায়শই, বুঝতে পারছিলেন খুব বেশি সময় আর নেই। এই পর্বে চৈরিলের কবিতায় মৃত্যুবোধ প্রগাঢ় হয়ে ওঠে। ছোট এক একটা নোটবইতে কবিতা লিখে রাখতেন। অন্তিম নোটবইটার অনেকগুলো কবিতায় মৃত্যুর ছায়া পড়েছে। তার মধ্যে নীচের এই এক ছত্র যেকোন পাঠকের চোখ কেড়ে নেবে -

এবার চলি
ঠিক যেমন কথা ছিল
ঠিক যেমন একবার আমাদের মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল
একবার

একে একে ছেড়ে দিতে হবে
এই উন্নয়নশীল দুনিয়ার
সমস্ত

শুধু যাবার আগে
ঐ হাত নাড়া গাছগুলোকে ঝরিয়ে ফেলতে হবে
কামিয়ে ফেলতে হবে মেয়েদের লম্বা হাওয়াই চুল

কিন্তু দেখো, প্রেম করার ইচ্ছেটাকে ছেঁটে ফেল না

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

পরবর্তীকালে ইন্দোনেশীয় সাহিত্যপ্রেমী বিদেশী গবেষকদের অনেকে চৈরিলের কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। মার্কিণ সাহিত্য সমালোচক বার্টন র‍্যাফেল চৈরিলের ইংরেজী-অনূদিত কবিতা নিয়ে একটি সম্পূর্ণ বই লেখেন। ইংল্যান্ডের পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়। ১৯৬২ সালে আমেরিকার উল্লেখযোগ্য সাহিত্য পত্রিকা Prarie Schooner-এ চৈরিল আনোয়ারের কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সম্ভবত তিনিই প্রথম ইন্দোনেশীয় কবি যাঁর কবিতা আমেরিকার কাগজে বেরোয়। পরের বছর, ১৯৬৩তে আমেরিকার নামী প্রকাশনী New Directions থেকে তাঁর একটি সম্পূর্ণ কবিতাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

চৈরিল আনোয়ারের কবিতা

আমি
(আকু)

আমার সময় ফুরিয়ে এলে
আমি কারোর কান্নাই শুনতে চাইনা
এমনকি তোমারও নয়

যারা কাঁদে তারা সকলে চুলোয় যাক !

এই তো আমি, বন্য পশু এক
দলছুট হয়ে সঙ্গীদের খুইয়েছি

গুলি সেঁধোক ভিতরে আমার চামড়া ছিঁড়ে
আমি তবু থামছি না,

আমার সব ক্ষত সব যন্ত্রণাকে নিয়েও আমি এগিয়ে যাই
আক্রমণ,
আক্রমণ,
যতক্ষণ না কষ্টগুলো উবে যাচ্ছে

আর আমার কিছুতেই কিছু আসে যাচ্ছে না

আমি হাজার বছর বাঁচতে চাই

বিলয়
(হাম্পা)

বাইরে নৈঃশব্দ্য। যে নৈঃশব্দ্য ক্রমাগত চাপে রাখে আর ঠেলে।
গাছগুলো আড়ষ্ট, সিধে চূড়ান্ত পর্যন্ত খাড়া।
যে নৈঃশব্দ্য ছিঁড়ে পড়ে। এক ফালিও দম নেই যে
জগৎটাকে এক নতুন আকারে টেনে ধরে। সমস্তই অপেক্ষা করে।

নৈঃশব্দ্য বাড়ছে। সে চুপ করে আছে যতক্ষণ না ক্ষমতাবান হতে পারে
সমস্তকিছুর মধ্যে ভ'রে ফেলতে পারে নিজের অস্তিত্ব
যতক্ষণ না সবকিছু মিলিয়ে যাচ্ছে।
বিষাক্ত বাতাস। শয়তান শিউরে ওঠে। এখনো নৈঃশব্দ্য আছে,
ক্রমশ ক্রমাগত অপেক্ষা ক'রে আছে।

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

স্বর্গ
(সোর্গ)

আমার মায়ের মত, দিদিমার মত
তাদের পূর্ববর্তী সাত প্রজন্মের মত
আমিও স্বর্গের প্রবেশদ্বারে লাইন দিয়েছি
মুসলিম পার্টি আর মহামেডান পার্টি বলেছে
সেখানে নাকি দুধনদী আছে।

কিন্তু কে যেন আমার ভেতরস্বরে ঠাট্টা ক'রে ওঠে ঃ
ঐ নীল জলে ভিজে এসে
ঐ ডকের হাজারো প্রলোভন ছেড়ে এসে
কেউ কোনদিনও কি আবার শুকনো হয় ?

যাইহোক, কে হলফ ক'রে বলতে পারে
ওখানে সত্যিই হুরীরা আছে
আর তাদের গলা কি নিনার মত যৌনভাঙা ?
বা চোখে চোখে কি যতির মত ঢং ?

সাধারণ গান

রেস্তোরাঁর ছাদে আমরা এখন মুখোমুখি
সবে আলাপ হয়েছে। আমরা কেবল চেয়ে থাকি
যদিও একে অন্যের সত্ত্বাসাগরে ডুব দিয়েছি ।

এই প্রথম দৃশ্যে
আমরা তখনো চেয়ে আছি
অর্কেস্ট্রা আমাদের সাথে 'কারমেন' বাজাচ্ছে।

ও ভুরু নাচায়, হাসে।
শুকনো ঘাসে আগুন জ্বলে,
ও কথা বলে, উঁচুস্বরে
আমার রক্ত থেমে গেছে।

অর্কেস্ট্রা যখন 'আভে মারিয়া' শুরু করে
আমি ওকে কোনায় টেনে আনি ....

নকচার্নো
(নকচার্নো)

আমি চিৎকার করলাম। কেউ সাড়া দিল না,
আওয়াজটা হিম বাতাসে হাতড়ে বেড়ালো
আমার শরীরে একটা কামনা আলিস্যি ভাঙে
মৃত সেও।
শেষ স্বপ্নটা ক্ষমতা পেতে চায়
অথচ কুঠারটা ভাঙা, হওয়ায় বৃথা চালানো
আমার হৃদপিন্ড ফাঁসিতে লটকে।

আমি আটকে পড়েছি .....মুখে একটা বাসী গানের
ছাই আর ধুলোর স্বাদ
এক ভৌতিক একাকীত্বের স্মৃতি
আর জ্বর, যা আমাদের আড়ষ্ট করে দেয়।

কবি ও কলম, মৃত দুজনেই
নড়ছে

চিত্রকর আফিন্দিকে

আমার সব শব্দ যদি ফুরিয়ে গিয়ে থাকে, আমার
ঘরে তোমায় প্রবেশ করতে হবে না
ঐ ভঙ্গুর সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকো,

এই পৃথিবী টিকবে না
মৃত্যু এসে টুকরো টুকরো
করে দেবে এমনই মনে হয়

হাত শক্ত হয়ে যাবে, লিখবো না আর
যন্ত্রণায় , দুঃস্বপ্নে রুদ্ধ
এক সুউচ্চ মিনারের ওপরে আমায় জায়গা দিও
যেখানে তুমিই একা উঠতে পারো

ভীড় শব্দ ঝগড়া চলেছে
মসৃণ স্বার্থপরতা আর বানানো সৃষ্টি নিয়ে ঃ
তুমি চলে গেলে প্রার্থনা কর
বুঁজে যাওয়া অন্ধকার আবার খুললো !

(চৈরিল আনোয়ারের সমস্ত কবিতা ও কবিতাছত্রের অনুবাদ করেছি Burton Raffel ও নূরদিন সালামের মূল ইংরেজী অনুবাদ থেকে। ইন্দোনেশীয় ভাষার একাধিক শব্দ আরবি, ফারসি এবং সংস্কৃত ভাষা থেকে সংগৃহীত। যেমন 'তকদির', 'হুরী' , 'জন্নত' 'পদ্ম' 'অঙ্গ' - এ সমস্ত চেনা শব্দের ব্যবহার দ্বিমাত্রিক বা ত্রিমাত্রিক অনুবাদের অনেক সমস্যাকে সরিয়ে দেয়। - আর্যনীল মুখোপাধ্যায়)

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com